তারিখ ...08 SEP 1990...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

164

দৈনিক বাংলা

ভার্সিটি নিয়ে রাজনৈতিক মহলের কোন ভাবনা নেই ঃ ভাইস চ্যান্সেলর

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, "শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ তরুণ সমাজের সামনে আদর্শের অভাব। আমরা এমন কোন সততার পরিচয় তুলে ধরতে পারছি না যা তাদের জন্যে অনুসরণীয় হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জেলখানা নয়। জেলখানার দরজা বন্ধ থাকে— কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার মধ্যেই শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং দেশের মঙ্গল নিহিত।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা গতকাল টিএসসিতে "বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও শান্তি" শীর্ষক আলোচনায় প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। জাতীয় অভিভাবক সমিতি আয়োজিত এ সভায় বক্তৃতা করেন বিচারপতি কে এম সোবহান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক

(৪-এর পৃঃ দ্রঃ)

ভার্সিটি নিয়ে রাজনৈতিক মহলের

(প্রথম পৃঃ পর)

সমিতির সম্পাদক ডঃ এম এ মান্নান, এম এ মোহাইমেন, মোস্তফা সরোয়ার এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এ কে এম ইমদাদুল হক। অভিভাবক সমিতির সভাপতি ডাঃ এ এম এ জামান এতে সভাপতিত্ব করেন।

ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হলে ভিসিকে দায়ী করা হয়। সেশন জটের জন্যে ভিসিকে দোষ দেয়া হয়। ক্যাম্পাসে অস্ত্রবাজির দায়-দায়িত্বও ভিসির ওপর চাপানো হয়। অথচ ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে কোন অস্ত্র থাকে না। তিনি কাউকে অস্ত্র সরবরাহও করেন না।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা সন্ত্রাস প্রসঙ্গে বলেন, গত কয়েক বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক ডজনেরও বেশি ছাত্র হত্যার শিকার হয়েছে। ভবিষ্যতে যে আরও হত্যা সংঘটিত হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়।' অথচ এ ব্যাপারে রাজনৈতিক মহলসহ সংশ্লিষ্টদের চিন্তা-ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে তো প্রতিটি ছাত্রের জন্যে একজন করে পাহারাদার রাখা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন ভিসি তাঁর সততা, সময়, শ্রম, দক্ষতা, মেধা ও নিষ্ঠা দিতে পারেন। কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর অস্ত্রবাজীও বন্ধ করতে পারেন— এটা আশা করা ভুল।

ভিসি আরও বলেন, তরুণরা কেন অস্ত্র হাতে নেয় তা ভেবে দেখতে হবে। তাদের সামনে তো কোন আদর্শ বা নীতি প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। বরং তাদের সামনে নীতিহীনতার দৃষ্টান্ত অনেক বেশি। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন উপায়ে অনেকেই আজ বিত্তবৈভবের পাহাড় গড়ে তুলেছে। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নও উত্থাপিত হয় না। দেশে শতাধিক রাজনৈতিক দল। এই সংখ্যাধিক্যই প্রমাণ করে সবার লক্ষ্য ও মত ভিন্ন। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের প্রশ্নে কি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।'

তিনি সাম্প্রতিক একটি ঘটনার উদাহরণ দিয়ে বলেন, "পুলিশের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ক্যাম্পাসের একজন যুবকের কাছ থেকে একটি রিভলবার উদ্ধার হয়নি। কিন্তু পাঁচ ঘন্টার চেষ্টায় আমি তা উদ্ধার করি। তবে অস্ত্র উদ্ধারের দায়িত্ব ভাইস-চ্যান্সেলরের নয়।"

প্রফেসর মনিরুজ্জামান শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারে সোচ্চার হতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রশাসন গতিশীল করার বিষয়ে ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, ১২ মাসে বছর হয়— ধারাপাতের এ হিসাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ভুলে যেতে হবে। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি এত বেশি যে ধারাপাতের হিসাব এখানে অচল। ১৮ বছর আগের ফাইলও এখন দেখতে

হচ্ছে। যা কাংখিত নয়।

বিচারপতি কে এম সোবহান বলেন, সমাজের মধ্যে অসহিষ্ণুতা এবং ছাত্রদের হতাশা সন্ত্রাসের জন্ম দিচ্ছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর সন্ত্রাস জেঁকে বসেছে। গণতন্ত্র থাকলে সন্ত্রাস হয় না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ডঃ এম এ মান্নান বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম কারণ। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি পরিহার করে একাডেমিক বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের পর রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সময় সাফাই গায়— এটাও বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক বলেন, অনেক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করছে। ব্যবসায়ী আমলাদের সন্তানরা শুধু লেখাপড়া নয় বিদেশে 'সেটেলড' হচ্ছে। তাই শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা ততটা গুরুত্ব পাচ্ছে না।

অন্যান্য বক্তা বলেন, কোন দুষ্টগ্রহ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার মাধ্যমে জাতিকে পঙ্গু বানাতে চাইছে। এ অপপ্রয়াস রুখতে হবে।